সংবাদ

তারিখ ... ২১.১১.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৬ ...

001

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই পেতে মে মাস পেরিয়ে যাবে

এ, এম, এম হাসান ।।

আগামী বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বিনামূল্যের সরকারী বই পৌঁছতে মে মাস পেরিয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বই ছাপার কাগজ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবছরই কোন না কোন কারণে বই সরবরাহে বিলম্ব হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর আগামী বছর চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৮৩ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণ করবে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৩৫ লাখ সেট, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২২ লাখ সেট, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৫

(শেষ পৃ: ৪-এর. কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই

(১ম পাতার পর)

লাখ সেট এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ১১ লাখ সেট বই বিতরণ করা হবে। সর্বমোট বই-এর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণীর ৪ লাখ সেট বই নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক দামে বাজারে বিক্রি করা হবে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বইগুলো ইউনিসেফ-এর সাহায্য হিসেবে দেয়া অফসেট কাগজে ছাপানো হচ্ছে। এই কাগজ সরবরাহ করছে রাসায়নিক শিল্প সংস্থার আওতাধীন কর্ণফুলী পেপার মিল। এছাড়া অন্যান্য বই ছাপানো হচ্ছে খুলনা নিউজ প্রিণ্ট মিলের বুক প্রিণ্ট কাগজে। বিনামূল্যের বই ছাপানো এবং বিতরণের জন্য সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১২ কোটি টাকা।

বই ছাপানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড-এর ওপর। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, তাঁরা ২০শে নভেম্বর থেকে বই সরবরাহ দেয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত বই সরবরাহ দিতে পারছেন না। তিনি বলেন যে, ৮৩ লাখ সেট বই জেলা পর্যায়ে পেঁছাতে ৬০টি কর্মদিবসের প্রয়োজন হবে এবং জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত পেঁছাতে আরও ১ মাস সময় লাগবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অংক বই সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সেটের কিছু বই ২০শে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে পাওয়া যাবে। বাদবাকী বই কবে সরবরাহ দেয়া হবে তা এখনও অনিশ্চিত রয়ে গেছে।

উক্ত কর্মকর্তা বলেন, তারা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে যেসব বই পাবেন সেগুলো প্রথম দফায় স্কুল পর্যায়ে বিতরণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। পরবর্তীকালে অন্যান্য বই পাওয়া গেলে দ্বিতীয়বার বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন যে, দুই দফায় বই বিলি করতে হলে বই বিতরণের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, আগামী বছর মে মাসের আগে ছাত্রছাত্রীরা কোনক্রমেই সব বই পাবে না। তিনি অবশ্য বলেন যে, চলতি বছর থেকে পুরনো বই সংগ্রহ করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, তাই বই পৌছুতে বিলম্ব হলেও পুরানো বই দিয়ে ক্লাস রুমে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা চালিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

টেক্সট বুক বোর্ডের বক্তব্য

এ সম্পর্কে ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড-এর একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন যে, তাঁরা এ বছর জুন মাস থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই ছাপার কাজ শুরু করেছিলেন; কিন্তু কাগজ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় বই ছাপাতে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি বলেন যে, রাসায়নিক শিল্প সংস্থার পক্ষ থেকে গত অক্টোবর মাসের মধ্যে ৩হাজার টন অফসেট কাগজ এবং ৫শ' টন বুক প্রিণ্ট কাগজ সরবরাহ করার কথা ছিল। এছাড়া নভেম্বরের মধ্যে আরও ৫শ' টন বুক প্রিণ্ট কাগজ সরবরাহের জন্য অর্ডার দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন যে, এখন পর্যন্ত মাত্র ১৩শ' ৬৮ টন অফসেট এবং সাড়ে ৭শ' টন বুক প্রিণ্ট পাওয়া গেছে।

উক্ত কর্মকর্তা বলেন যে, রাসায়নিক শিল্প সংস্থা নতুন সিডিউল অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যে সব কাগজ সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে কাগজ পেলেও আগামী জানুয়ারীর মধ্যে বই ছাপার কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাসায়নিক শিল্প সংস্থার বক্তব্য

কাগজ সরবরাহে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসায়নিক শিল্প সংস্থার একজন কর্মকর্তা জানান যে খুলনা নিউজ প্রিণ্ট মিল এবং কর্ণফুলী পেপার মিলে বি এম আর এর কাজ চলায় এবছর কাগজ উৎপাদনে কিছুটা অসুবিধা হয়। এছাড়া কর্ণফুলী পেপার মিলের অন্যতম কাঁচামাল বাঁশ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বলে উল্লেখ করে উক্ত কর্মকর্তা বলেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তারা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন।